১) সংবিধানের ব্যাখ্যাকর্তা ও অভিভাবক হিসাবে সুপ্রিম কোর্টের ভূমিকা আলোচনা কর?

⇒ ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় বিচার ব্যবস্থার শিখরে অবস্থান করে সুপ্রিম কোর্ট। ভারতের সুপ্রিম কোর্ট হল যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত। সংবিধানের ব্যাখ্যা, কেন্দ্র-রাজ্যের বিরোধ মিমাংসা, আইন ও আদেশের বৈধতার বিচার, নাগরিকদের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ প্রভৃতি হল সুপ্রিম কোর্টের উল্লেখযোগ্য এক্তিয়ার। তাছাড়া সুপ্রিম কোর্ট ভারতে সবচেয়ে আপিল আদালত হিসাবে কাজ করে। উল্লেখযোগ্য যে প্রকৃতিগত বিচারে মার্কিন সুপ্রিম কোর্টের থেকেও ভারতের সুপ্রিম কোর্টের ক্ষমতা অনেক বেশি। কারণ ভারতের সুপ্রিম কোর্ট রায়পাতির পরমাঙ্গ দাতা হিসাবে কাজ করে। কিন্তু মার্কিন সুপ্রিম কোর্টের এই বিচারের কোন ক্ষমতা নেই।

ভারতের সুপ্রিম কোর্ট সংবিধানের ব্যাখ্যাকর্তা ও সংরক্ষক হিসাবে কাজ করে। সংবিধানের কোন ধারা, কোন উপধারা বা কোন অংশের ব্যাখ্যা হিসাবে সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত। সুপ্রিম কোর্ট সংবিধানকে যে ভাবে ব্যাখ্যা করে সংবিধানের অর্থ সেই ভাবে নির্ধারিত হয়। ভারতের কোন আদালত বা সংস্থা এমনকি পার্লামেন্ট ও সুপ্রিম কোর্টের ব্যাখ্যা কে অস্বীকার করতে পারে না। যেহেতু সংবিধান হল দেশের সর্বোচ্চ আইন তাই পার্লামেন্ট প্রণীত কোন আইন বা রায়পাতি অথবা আদেশ, বা নির্দেশ সংবিধান বিরোধী হলে সুপ্রিম কোর্ট তাকে অসাংবিধানিক বলে বাতিল করে দিতে পারে। বিভিন্ন মামলায় সুপ্রিম কোর্ট সংবিধানের বিভিন্ন অংশ, পার্লামেন্ট প্রণীত কোন আইন অথবা রায়পাতি ও আদেশের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে 1950 সালের এ.কে. গোপালন মামলা, 1967 সালের গোলকনাথ, 1973 সালের কেশবানন্দ ভারতী, এবং 1980 সালের মিনার্ভা মিল্স মামলার কথা উল্লেখ করা যায়।

সুপ্রিম কোর্ট বিচার বিভাগীয় সমীক্ষার ক্ষমতার সাথে উপরিউক্ত দায়িত্ব পালন করে এই ক্ষমতার ভিত্তিতে আদালত কোন আইন বা আদেশ সংবিধানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা

भारत की लोकप्रिय आयुर्वेदिक कम्पनी के आयुर्वेदिक-वानस्पतिक औषधियों का
अधिक से अधिक मुनाफा कमाने वाला
हमारे आयुर्वेदाचार्य कम्पनी के प्रमाणित आयुर्वेदाचार्य बनिए।

Scanned with CamScanner

পরিবর্তন করতে পারলেও সংবিধানের মূল কাঠামোকে সংশোধন করতে পারেনা। 1980 সালে মিনার্ভা মিলস মামলাতে সুপ্রিম কোর্ট অভিমত ব্যক্ত করে এই ভাবে মৌলিক অধিকারগুলিকে সংবিধানের মৌলিক কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত করে সুপ্রিম কোর্ট সেগুলি প্রকৃতপক্ষে অক্ষুণ্ণ রেখেছে।

বিভিন্ন আর্থ সামাজিক মামলায় সুপ্রিম কোর্ট রায় দানের মাধ্যমে সংবিধানের অলঙ্ঘনীয়তাকে অক্ষুণ্ণ রেখেছে। 1982 সালে 'মণ্ডল কমিশন' মামলায় সুপ্রিম কোর্ট তপশিলি জাতি ও উপজাতিদের জন্য সংরক্ষণের সর্বোচ্চ সীমাকে 50 শতাংশে বেঁধে দেয়। 1995 সালে আদালত কেন্দ্র সরকারকে 1996 সালের আগস্টের মধ্যে সাধারণ দেশে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি প্রবর্তনের নির্দেশ দেয়। 1995 সালে আদালত নির্বাচন কমিশনকে ও শূন্য বিলিয়ে করার পথে রায় দান করে। 1996 সালে সুপ্রিম কোর্ট হাওলা মামলা সম্পর্কে C.B.I কে তদন্তের নির্দেশ দেয়। 1997 সালে সুপ্রিম কোর্ট রায় দান যে পার্লামেন্ট সংবিধান সংশোধন করে আদালতে বিচার বিভাগীয় সমীক্ষার ক্ষমতাটি কেড়ে নিতে পারে না। 2003 সালে আগস্ট মাসে সুপ্রিম কোর্ট সরকারি কর্মচারীদের ধর্মঘট করার অধিকারকে বেআইনি ঘোষণা করে এইভাবে সুপ্রিম কোর্ট সংবিধান সংরক্ষক কঠিন হয়েছে।

সংবিধানের ব্যাখ্যা কর্তা অভিভাবক হিসাবে সুপ্রিম কোর্টের ভূমিকা যথেষ্ট আস্থিক তবুও বাস্তব ক্ষেত্রে ভারতের সুপ্রিম কোর্ট মার্কিন সুপ্রিম কোর্টের মত শক্তিশালী নয়। ভারতের সুপ্রিম কোর্ট মার্কিন ও ব্রিটিশ বিচার ও বিধানের মাঝামাঝি অবস্থায় অবস্থিত। ভারতের পার্লামেন্ট সংবিধানের নির্দিষ্ট সীমারেখা অতিক্রম করতে পারে না ঠিকই কিন্তু সংবিধান সংশোধনের ক্ষেত্রে পার্লামেন্ট চরম ক্ষমতা ভোগ করে এই জন্য সুপ্রিম কোর্টের সাথে ক্ষমতার দ্বন্দ্বে পার্লামেন্ট অনেক সময় সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে সুপ্রিম কোর্টের ক্ষমতাকে খর্ব করেছে। উল্লেখযোগ্য যে মার্কিন সুপ্রিম কোর্টের মত ভারতের সুপ্রিম

কোর্টের চূড়ান্ত প্রাধান্যের নীতিকে স্বীকার করা হয় নি। কারণ ভারতের সুপ্রিম কোর্ট কেবল আইন বা তাদের সাংবিধানিকতা বিচার করতে পারে কিন্তু তার সমীচীনতা বিচার করতে পারে না। অর্থাৎ ভারতে কাল্পনিক আইনের ও বিচার বিভাগের প্রাধান্যের সংমিশ্রণ সাধিত হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও কৃষ্ণ স্বামী আয়ার, দুর্গাদাস বসু, প্রমুখ সাংবিধান বিশেষজ্ঞ সাংবিধানের অভিভাবক হিসাবে সুপ্রিম কোর্টের ভূমিকার প্রশংসা করেছেন।

Scanned with CamScanner